প্রথম আলো
...JAN...2009

বেপরোয়া হয়ে উঠছে ছাত্রলীগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা, জগন্নাথে সংঘর্ষ, জাহাঙ্গীরনগরে সংঘর্ষের পর তল্লাশি

...গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে গতকাল ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান ...য় তাঁকে অবরোধ করে রাখে ● ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো ডেস্ক ●

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠনের পর থেকে বেপরোয়া হয়ে উঠছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার কারণে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। হামলার শিকার হচ্ছে প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এসব কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে তাঁর বাসভবন কয়েক ঘণ্টার জন্য অবরোধ করে। গত শুক্রবার রাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফটক ও ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় গতকাল কোনো ক্লাস হয়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে শুক্রবার ৩০ জন আহত হয়। গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ২৫ জন আহত হয়।

ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে খুলনা সরকারি বিএল কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের কয়েক দফা সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়। উত্তেজনা বিরাজ করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চৌধুরী রোটন গতকাল রাতে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বেপরোয়া হয়ে উঠছে ছাত্রলীগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, তাঁরা সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরও কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং পুলিশ প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা হবে। এ পর্যন্ত যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রসঙ্গে রোটন বলেন, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা অভিযোগ পাচ্ছেন। এসব অভিযোগ যাচাই করে সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তালা, উপাচার্য অবরুদ্ধ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ফটক ও ভবনে শুক্রবার রাতে তালা ঝুলিয়ে দেয় আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল তারা উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলমের পদত্যাগের দাবিতে তাঁর বাসভবন দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখে। পদত্যাগের জন্য তাঁকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেওয়া হয়। গতকাল কোনো ক্লাস হয়নি। সব ধরনের পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ স্থগিত রাখা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, শুক্রবার রাতে হাসান কটেজে ছাত্রলীগের কর্মীদের একটি কক্ষ শিবির ক্যাডাররা দখল করে। এ ঘটনার পর রাত ১১টার দিকে ছাত্রলীগের কর্মীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ফটক ও ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে কর্মসূচির সমর্থনে গতকাল ছাত্রলীগের কর্মীরা এক নম্বর ফটক, স্টেশন চত্বর, প্রশাসনিক ভবন ও চাকসু ভবনের সামনে টায়ার পোড়ায়। দুপুর একটার দিকে তারা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে। সন্ধ্যায় তারা সরে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন বলেন, 'হাসান কটেজে ছাত্রলীগ কর্মীর কক্ষ শিবির ক্যাডাররা দখল করার পর প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। কেউ এগিয়ে আসেনি। তাই আমরা কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে শিবিরের দখলদারি আর মেনে নিতে পারছে না।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলম এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'কেউ তো আমার কাছে অভিযোগ করেনি। আবাসিক হলগুলোতে মেধার ভিত্তিতে আসন বণ্টনের দাবি ওঠে। ১২ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছি। ২৬ জানুয়ারি দরখাস্ত গ্রহণের শেষ দিন। এ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে কর্মসূচি দেওয়া দুঃখজনক। কারণ আমার জায়গায় যাঁরা আসতে আগ্রহী, তাঁরাই ছাত্রলীগের কিছু ছেলেকে লেলিয়ে দিয়েছেন।'

উপাচার্য বলেন, সরকার বদল হলে ক্যাম্পাসের পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন হওয়া উচিত। কেউ হুট করে এসে যদি বলে আপনি এখনই পদত্যাগ করুন, সেটা তো শোভন নয়। পদত্যাগ করার প্রক্রিয়া আছে। ওই প্রক্রিয়া অনুসরণের সুযোগ তো দিতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত হলুদ দলের সদস্য সহযোগী অধ্যাপক হেলাল নিজামী ছাত্রলীগের আকস্মিক কর্মসূচিতে হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা এ সমাজের কাছে লজ্জিত। আমাদের ক্যাম্পাসের পরিবর্তনের সূচনা এভাবে কেন হবে? কারা এসব ঘটনার নেপথ্যে আছে, তা বের হওয়া উচিত।'

কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করে বলেন, ছাত্রলীগকে উসকে দিয়ে ক্যাম্পাস অচল করে দেওয়ার মাধ্যমে দু-একজন প্রভাবশালী শিক্ষক ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা করছেন। ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও অনুরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'হাসান কটেজের ১০৪ নম্বর কক্ষ আমরা ইজারা নিয়েছি। ওই কক্ষে কে থাকবে বা না থাকবে সেটা আমাদের এখতিয়ার। ওই কক্ষে ওঠার আগে ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্ট কর্মী আমাদের অনুমতি নেয়নি বলে একটু ঝামেলা হয়েছে।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ : মোবাইল ফোনসেট ছিনতাই নিয়ে গতকাল রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ ২৫ জন আহত হয়। জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নিচ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির সমর্থক লিমন সাধারণ সম্পাদকের সমর্থক সাগরের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ নিয়ে গতকাল বেলা একটার দিকে শহীদ মিনার চত্বরে উভয় পক্ষের বৈঠক শুরু হয়। সভাপতি সোহেল রানা মোবাইল ফোনটি সাগরকে ফেরত দেন। কিন্তু আগের একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। দুপুর দেড়টার দিকে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ছবি তুলতে গিয়ে একটি পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা আরিফুল ইসলাম রুপক ছাত্রলীগ কর্মীদের পিটুনির শিকার হন।

বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এরপর ক্যাম্পাসের বাইরে শাখা সভাপতির সমর্থকেরা প্রতিপক্ষের কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ লাঠিপেটা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আধ ঘণ্টা পর সাধারণ সম্পাদক পক্ষের কর্মীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে অবস্থানরত প্রতিপক্ষের কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ আবার লাঠিপেটা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের কারণে সদরঘাট এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. কামরুল হাসান রিপন বলেন, কিছু কর্মী সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এসব করছে। দু-এক দিনের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক বলেন, 'সার্বিক বিষয়টি দুঃখজনক। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এ রকম সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হবে।'

ছাত্রদলের তিন কর্মীকে মারধর : দুপুর দুইটার দিকে ছাত্রদলের তিন কর্মী রুবেল, লিমন, আমিরুল হিসাববিজ্ঞান বিভাগে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্রলীগ কর্মীদের মারধরের শিকার হন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন আটক : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সকালে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনির সমর্থক দুই কর্মীকে পুলিশ আটক করে। তাঁরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের শফিউর রহমান ও মীর মশাররফ হোসেন হলের মাহবুবুজ্জামান। মওলানা ভাসানী হলের এক ছাত্রকে ধাওয়া করার অপরাধে তাঁদের আটক করা হয়। আধিপত্য বিস্তার ও হল দখল নিয়ে সোহেল ও জনির সমর্থকদের সঙ্গে আজিবুর রহমান ও আদনান ভূঁইয়া অয়নের সমর্থকদের মধ্যে এ পর্যন্ত কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। শুক্রবার দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়। সংঘর্ষের পর রাত তিনটা থেকে গতকাল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পুলিশ আ ফ ম কামালউদ্দিন, মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু হলে তল্লাশি চালিয়ে কিছু লাঠি ও রড উদ্ধার করে। বুধবার সোহেল ও জনি এক বছর পর ক্যাম্পাসে ফেরেন। সেদিন দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয় এবং সোহেল-জনির সমর্থকেরা কামালউদ্দিন হল দখলে নেয়। বৃহস্পতিবার পুলিশ ছয়টি ছাত্র হলে তল্লাশি চালিয়ে চারজন বহিরাগতকে আটক এবং কিছু রড, লাঠি, প্লাস্টিক উদ্ধার করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপদল, প্রায়ই সংঘর্ষ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে। ১ জানুয়ারির সংঘর্ষে আহত হয় চারজন। হলের ছাদ থেকে উদ্ধার হয় ১০টি ককটেল। ... অভিযোগ করেন, ছাত্রদল করায় তিনি পিটুনির শিকার হয়েছেন। এর আগে ৪ জানুয়ারি বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আশিকুল ইসলামকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে মারধর করে বের করে দেয় ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ। আশিক বলেন, 'অনেক কষ্টে হলে উঠেছিলাম। তখন কয়েক দিন আমাকে ছাত্রদল করতে হয়েছিল। অবশ্য পরে ছেড়ে দিই। কিন্তু ছাত্রদল করার অপরাধে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের কর্মীরা আমাকে মেরে হল থেকে বের করে দিল।'

হলে হলে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও উত্তেজনার কারণ হিসেবে নেতা-কর্মীরা বলছে, কোনো হলেই ছাত্রলীগের কমিটি নেই। সর্বশেষ ২০০২ সালে এক বছরের জন্য হলগুলোর কমিটি হয়েছিল। দুই বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির কেবল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন। হলে কমিটি না থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অপূর্ণাঙ্গ কমিটির কারণে কর্মীরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। হলে হলে নানা উপদলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা : সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সূত্র জানায়, ৩ জানুয়ারি আরিফ-মন্ময় গ্রুপের কর্মী রাজীব কুমার পালের ওপর হামলা হয়। পরদিন ৪ জানুয়ারি আরিফ-মন্ময় গ্রুপ এবং প্রতিপক্ষ রাজু-আসাদ গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। বর্তমানে আবাসিক হল দুটিতে ওঠার জন্য আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষ মুখোমুখি রয়েছে।

অশান্ত হচ্ছে পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় : পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের পর থেকে অশান্ত হয়ে উঠছে। ছাত্রলীগের কর্মীরা ৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এম কেরামত আলী হল থেকে শিবিরের কর্মী মো. ইমরানকে পিটিয়ে বের করে দেয়। ছাত্রলীগের দুই পক্ষের বিরোধের কারণে সংগঠনের কর্মী আশিকুর রহমানকে মারধর করা হয়। এক পক্ষের নেতৃত্বে আছেন সাইদুর রহমান জুয়েল, অন্য পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিলন মিয়া। প্রাধান্য বিস্তারের জন্য দুই পক্ষই কয়েক দফা মহড়া দিয়েছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন একরামুল হক বুলবুল ও মহিউদ্দিন জুয়েল (চট্টগ্রাম), আবু অহনাফ ও শুক্কুর ওড (ঢাকা), শামসুজ্জামান শামস (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), সোহেল রহমান (শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়) ও আতিকুর রহমান (পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)]